

শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ - ৮

সর্বশেষ (সমাপ্তি নয়) - ১৬ই জানুয়ারী ২০০৬)

আগেই বলেছি ১৯৯১ সালে বানানো অন্টারিও প্রদেশের আইনে ধর্মীয়-কোর্টকে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল যার ভিত্তিতে সমস্ত পশ্চিম-বিশ্বে সর্বপ্রথম বৈধ শারিয়া কোর্ট চালু হয়েছিল ক্যানাডা টরন্টো শহরে। এ-ও বলেছিলাম এর বিরুদ্ধে গত প্রায় তিন বছর ধরে ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেস, ক্যানাডিয়ান কাউন্সিল অফ মুসলিম উইমেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট নামের তিন সংগঠনের দীর্ঘ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে অন্টারিও-র (ক্যানাডার সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ) মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ওই আইন বাতিল করা হবে। এ বাতিলের জন্য মাস দুয়েক আগে অন্টারিও সংসদে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ভেবেছিলাম সংসদে প্রস্তাবটা পাশ হলেই অর্থাৎ শারিয়া-কোর্টের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হলেই এ সিরিজের শেষ নিবন্ধ লিখব। কিন্তু ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছে।

সপ্তাহ দু'য়েক আগে সংসদের আইন-বিভাগ অর্থাৎ লেজিসলেটিভ কমিটি শারিয়ার সমর্থক ও বিরোধীদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল শেষ আলোচনা করার জন্য। এ আইন বাতিল হলে শারিয়া কোর্টের সাথে অন্যান্য ধর্মীয় কোর্টও উচ্ছেদ হবে। তাই আমরা ও ধর্মীয় কোর্টের মোল্লারা গিয়েছিলাম শেষ তদ্বির করতে। সেখানে বক্তব্য রেখেছে সবাই। মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস থেকে ছিলেন আমাদের যোগাযোগ-ডিরেক্টর, কারণ এটা তাঁরই দায়িত্ব। শারিয়া সম্পর্কিত তত্ত্ব-তথ্যের সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবের জন্য সাথে ছিলাম আমি।

সবার বক্তব্য শেষে আমাদেরকে জানানো হল, **“১৯৯১ সালে বানানো আইনটা বাতিল না হবার কোন কারণ নেই”**। অর্থাৎ মানব-সভ্যতার প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক অপসংস্কৃতিক হুমকির প্রতীক ক্যানাডার শারিয়া কোর্ট অচিরেই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে। যেদিন হবে সেদিন এ সিরিজের শেষ নিবন্ধ লিখব।

কড়চা।

১। শারিয়া-মোল্লারা বড়ই গোস্সা হয়েছেন। এ নাটকে তাঁরাই খলনায়ক, কিন্তু অন্যান্য কোর্টের মোল্লারা এসে ধর্মীয় কোর্টের পক্ষে বক্তব্য রাখলেও তাঁরা আসেন নি। অর্থাৎ নাটকের ভিলেন উধাও। বিশ্বাসের বৈপরীত্য মেনে আলোচনা চালাবার সংস্কৃতি ঐতিহাসিকভাবেই তাঁদের নেই। বাংলাদেশ জামাতকে মোট চারবার আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে, তার মধ্যে একটা ছিল নিউইয়র্কের সাপ্তাহিকে খোলা চিঠি। কোনই কাজ হয় নি। সামাজিক বিবর্তনে চিন্তাধারার সংঘাত কতটা প্রয়োজনীয় সে উপলব্ধি তাঁদের আছে বলে মনে হয় না। মুখে তাঁরা ইজমা-ইজতিহাদের বন্যা বইয়ে দেন কিন্তু কাজে নৈব চ’।

২। এ সভায় কথাটা বলেন নি, কিন্তু ধর্মভিত্তিক কোর্টের সমর্থনে ইহুদী-পাদ্রীরা পত্রিকায় কেঁদে কেটে নাকাল। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের কোর্ট নিয়ে তো কোন রকম হৈ হল্লা নেই! কারোই কোন আপত্তি নেই, কেউই বলেনা আমাদের কোর্টে কোন রকম অত্যাচার হয়। তাহলে শারিয়ার পাল্লায় পড়ে আমাদের জবাই হতে হবে কেন? শারিয়া নিয়ে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সে হ্যাপা তোমরা ওদের সাথেই সামলাও, আমাদের কোর্ট চলতে দাও।

কিন্তু তাই কি হয়? হয় না। কোর্ট হল যুক্তি-প্রমাণের জায়গা, ওখানে বিশ্বাসের স্থান নেই। ধর্মীয় কোর্টের কুৎসিৎ অত্যাচার আমরা দেখেছি ইউরোপের গীর্জা আর ভারতের পুরত-রাষ্ট্রে। ফের ও গাড্ডায় পড়তে আমরা রাজি নই।

ফতেমোল্লা

২২শে জানুয়ারী ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)।